Jagannath University
Dhaka-1100, Bangladesh
Tel : (+880-2) 9534255
Fax : (+880-2) 47118449

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন ঃ (৮৮০-২) ৯৫৩৪২৫৫
ফ্যাক্স ঃ (৮৮০-২) ৪৭১১৮৪৪৯

জবি/প্রশা/আইন/৩৮(বিবিধ-৩)পি-১/২০০৮/১৭৮

তারিখ: ০৬ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা আদিষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের লক্ষ্যে সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা ও আইনগত দিকসমূহ আরও বিচার বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত সংবিধি/বিধি/গঠনতন্ত্র-এর বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গত ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে জবি/প্রশা-২৪/২০০৭/৫৪০ সংখ্যক আদেশমূলে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ সংবিধি'র খসড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। উক্ত সংবিধি'র খসড়া চূড়ান্ত করণের স্বার্থে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা **আগামী ১১/০৮/২০২৫ তারিখ, সোমবার, সকাল: ০৯:০০ টায়, উপাচার্য মহোদয়ের কনফারেন্স রুমে** সংশ্লিষ্ট কমিটির মাননীয় আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, আগ্রহী নিয়মিত শিক্ষার্থীদেরকে **লিখিত বক্তব্য/মতামতসহ** যথাসময়ে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে উক্ত সংবিধি'র খসড়া চূড়ান্ত করণে সহযোগিতা করার জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।

আহ্বায়ক মহোদয়ের আদেশক্রমে,

০৬.০৮.২৫

(এ্যাডভোকেট রঞ্জন কুমার দাস)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন), জবি, ঢাকা
এবং
সদস্য-সচিব, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১-৭. ডীন, সকল অনুষদ, জবি;
৮-৯. পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER)/ ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ল্যাংগুয়েজেস (IML), জবি (শিক্ষার্থীদের অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
১০-৪৮. চেয়ারম্যান, সকল বিভাগ, জবি (শিক্ষার্থীদের অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
৪৯. প্রক্টর, জবি;
৫০-৫২. পরিচালক, ছাত্র কল্যাণ/আইসিটি সেল (ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)/পিআরআইপি (বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ) জবি;
৫৩. ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও পিএস টু ভিসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (মাননীয় উপাচার্য-এর সদয় অবগতির জন্য);
৫৪. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার দপ্তর, জবি (মাননীয় ট্রেজারার-এর অবগতির জন্য);
৫৫. ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ব্যক্তিগত শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, জবি (রেজিস্ট্রার মহোদয়ের অবগতির জন্য);
৫৬. অফিস নথি/সংশ্লিষ্ট নথি।

CamScanner

(খসড়া)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) সংবিধি

Jagannath University Central Students Union (JnUCSU) Statute

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(খসড়া)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

অংশ-১: কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ সংবিধি

১. নাম
২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
৩. কার্যাবলি
৪. সদস্যপদ
৫. শিক্ষার্থী সংসদের পদাধিকারী ও তাদের দায়িত্ব/কার্যাবলী
৬. পদাধিকারীদের নির্বাচন
৭. নির্বাহী কমিটি
৮. পদবন্টন
৯. শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল
১০. প্রকাশনা
১১. শূন্য পদ পূরণ
১২. সদস্যপদ বাতিল হওয়া
১৩. অনাস্থা ভোট
১৪. সাধারণ সভা আহবান
১৫. সংশোধন
১৬. কার্যকাল
১৭. সংবিধিতে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন বিষয়

অংশ-২: হল সংসদের সংবিধি

১. নাম ও উদ্দেশ্য
২. সাধারণ নিয়মাবলি
৩. নিয়মিত সদস্যপদ
৪. সদস্যপদ বাতিল
৫. নির্বাহী কমিটি
৬. তহবিল
৭. সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার
৮. অনুপস্থিতির জন্য পদত্যাগ বলে গণ্য হওয়া
৯. অনাস্থা ভোট
১০. হল ম্যাগাজিন
১১. সভাসমূহ
১২. সংশোধনী
১৩. চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষের ভোটাধিকার
১৪. নির্বাচনী বিধিমালা
১৫. বার্ষিক বাজেট
১৬. ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহার
১৭. দলনেতা নির্বাচনের পদ্ধতি
১৮. নিরীক্ষা কমিটি
১৯. সংবিধিতে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন বিষয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) সংবিধি

১. নাম

এই সংগঠনটি "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ" "Jagannath University Central Students Union" এবং সংক্ষেপে 'জকসু' 'JnUCSU' নামে পরিচিত হবে। এই সংবিধি "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) সংবিধি" নামে অভিহিত হবে।

(১) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ জকসু নির্বাচনের লক্ষ্যে- "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী" বলতে সেই সকল পূর্ণকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝানো হবে, যারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছে এবং মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে।

(২) শুধুমাত্র ১(১) বিধিতে উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন নিয়মিত শিক্ষার্থীরাই ভোটার হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৩) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ ডিগ্রি বা কোর্সে অধ্যয়নরত কিংবা দেশ বা বিদেশের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত, তারা ভোটার হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৪) প্রফেশনাল কোর্স/প্রোগ্রাম (যেমন- MBA, EMBA, M.Ed. ইত্যাদি), পেশাদার/এক্সিকিউটিভ/বিশেষ স্নাতকোত্তর কোর্স, এম.ফিল, পিএইচডি, DBA বা সমমানের কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স, ভাষা কোর্স ও অনুরূপ অন্যান্য কোর্সের শিক্ষার্থীরা ভোটার হতে পারবে না।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো কলেজ/প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভোটার হতে পারবে না।

(৬) উপরে উল্লিখিত ১.(১) ও ১.(২) বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ভোটারগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) ১৯৪৭ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির চেতনাকে ধারণ ও প্রচার করা এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে দৃঢ় করা।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, হল এবং হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা গড়ে তোলা।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একাডেমিক ও অতিরিক্ত-একাডেমিক সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৪) শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরি করা।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের (যদি থাকে) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার প্রকাশ ও চর্চা নিশ্চিত করা।

৩. কার্যাবলি

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমন রুমের ব্যবস্থা করা, যেখানে ইনডোর গেমস, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও পাঠ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে।

(২) বিনোদন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

(৩) শিক্ষার্থী সংসদের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য বুলেটিন, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার বা অন্যান্য প্রকাশনা বছরে অন্তত একবার করা। শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা মেলার আয়োজন করা। শিক্ষার্থী, লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের মত প্রকাশের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৪) বিতর্ক, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক বক্তৃতার আয়োজন করা। বিভিন্ন বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যা ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

(৫) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শিক্ষা সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে যৌথ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা।

CamScanner

(খসড়া)

(৬) সামাজিক সেবার চেতনা গড়ে তুলতে কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা, যেমন-কমিউনিটি পরিষেবা, স্বাস্থ্য শিবির, পরিবেশগত সচেতনতা কার্যক্রম ইত্যাদি। সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণমূলক বক্তৃতা, প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(৭) সদস্যদের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা, যাতে তারা সক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

(৮) বিশিষ্ট পেশাজীবী, শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অতিথি বক্তৃতা, পরামর্শমূলক কর্মসূচি ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করা।

(৯) শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তাদের অধিকার, কল্যাণ ও স্বার্থের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে কথা বলা। শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১০) সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত উদযাপনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টি করা। যে সকল শিক্ষার্থী-বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, অক্ষম অথবা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু তাদেরকে জকসু-এর কার্যক্রমে অংশগ্রহন বা যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করা।

(১১) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. সদস্যপদ

সংবিধির ১.(১) ও ১.(২) বিধিতে উল্লেখিত শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ জকসু-এর সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫. শিক্ষার্থী সংসদের পদাধিকারী ও তাদের দায়িত্ব/কার্যাবলী

(ক) সভাপতি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে (এক্স-অফিসিও) শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) সভাপতি হবেন এবং শিক্ষার্থী সংসদের কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন, যার মধ্যে নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য উপ-কমিটির সভাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(১) সভাপতি নিশ্চিত করবেন যে, জকসু নির্ধারিত নিয়ম ও বিধির আলোকে পরিচালিত হচ্ছে।

(২) জরুরি পরিস্থিতি, অচলাবস্থা বা সংবিধির কার্যকারিতা ব্যাহত হলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) তিনি গঠনতন্ত্রের যাবতীয় নিয়মের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং তাঁর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি জকসুর যে কোনো অফিস কর্মকর্তা বা নির্বাহী কমিটির সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারবেন বা কমিটি বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন আহ্বান করতে পারবেন।

(৫) তিনি শিক্ষার্থী সংসদকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করার ক্ষমতা রাখেন, তবে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

(খ) কোষাধ্যক্ষ

(১) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ শিক্ষার্থী সংসদের তহবিল পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন এবং নিশ্চিত করবেন যে, অনুমোদিত বাজেটের বাইরে কোনো ব্যয় না হয়।

(২) সভাপতির অবর্তমানে তিনি শিক্ষার্থী সংসদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) সহ-সভাপতি

(১) সহ-সভাপতি শিক্ষার্থী সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং সভাপতির ও কোষাধ্যক্ষের অবর্তমানে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক

(১) সভাপতির সম্মতিক্রমে সভা আহবান করবেন।

(২) সাধারণ সম্পাদক শিক্ষার্থী সংসদের সম্পদ ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন।

(৩) তিনি শিক্ষার্থী সংসদের পক্ষে চিঠিপত্র ও যোগাযোগ পরিচালনা করবেন।

(৪) নির্বাহী কমিটি ও শিক্ষার্থী সংসদের সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করবেন এবং সভাগুলো সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ/সহ-সভাপতি আহ্বান করবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(ঙ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

(১) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে সকল কাজে সহায়তা করবেন এবং তার অবর্তমানে দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) সভাপতি বা নির্বাহী কমিটির নির্দেশে অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(চ) **ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সম্পাদক**

(১) ১৯৪৭ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির চেতনা রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করবেন।

(২) সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, বিতর্ক, প্রদর্শনী এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(৩) মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিষয়ক গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবেন।

(৪) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

(ছ) **শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক**

(১) শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, বিজ্ঞান মেলা, সেমিনার ও প্রকাশনার আয়োজন করবেন।

(জ) **কমন রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক**

(১) শিক্ষার্থীদের কমন রুম, ইনডোর গেমস রুম, ফুড কোর্ট এবং ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন এবং এসব সুযোগ-সুবিধার শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

(ঝ) **আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক**

(১) আন্তর্জাতিক বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিদেশ সফর ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন করবেন।

(২) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সংহতি, শান্তি, জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(ঞ) **সাহিত্য, প্রকাশনা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক**

(১) শিক্ষার্থী সংসদের বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(২) বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(৩) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজনে দায়িত্ব পালন করবেন, যা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি সেশনে এক বা একাধিকবার অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ট) **অর্থ সম্পাদক**

(১) কোষাধ্যক্ষের অর্থ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা প্রদান করা।

(২) শিক্ষার্থী সংসদের বাৎসরিক ও খণ্ডকালীন কর্মসূচির জন্য বাজেটের খসড়া তৈরি করা। অর্থনৈতিক প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করে কোষাধ্যক্ষ ও কার্যনির্বাহী কমিটিকে উপস্থাপন করা।

(৩) প্রত্যেক প্রকল্প, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা সফর ইত্যাদির জন্য আয় ব্যয়ের পূর্বাভাস প্রস্তুত করা। ব্যয়ের রেকর্ড সংগ্রহ ও উপস্থাপন।

(৪) কোষাধ্যক্ষের অনুমোদন ও সভাপতির নির্দেশক্রমে শিক্ষার্থী সংসদের জন্য অনুদান, স্পন্সর ও ফান্ড সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(৫) নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বাৎসরিক) আয় ব্যয়ের সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করা।

(৬) সংসদের অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সদস্যদের সাথে নিয়মিত আলোচনা এবং তথ্য প্রকাশে ভূমিকা রাখা।

(ঠ) **ক্রীড়া সম্পাদক**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া কার্যক্রম, প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলার পরিকল্পনা ও আয়োজন করবেন।

(২) নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং তা নির্বাহী কমিটির কাছে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(ড) **শিক্ষার্থী পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক**

(১) পরিবহন কমিটি সাধারণ শিক্ষার্থীদের পরিবহন ব্যবস্থার কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের সাথে তদারকি করবেন।

(২) নির্ধারিত রুটে চলাচলকারী শিক্ষার্থী পরিবহনগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাস ভাড়া ও ফি আদায় যথাযথভাবে তদারকি করবেন।

(ঢ) **সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক**

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বক্তৃতামালার আয়োজন করবেন।

(২) নির্বাহী কমিটির সময়োচিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজ পরিচালনা করবেন।

(ণ) **পাঠাগার ও সেমিনার বিষয়ক সম্পাদক**

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের পরিবেশ উন্নত করা, প্রয়োজনীয় বই ও রিসোর্স সংগ্রহে পদক্ষেপ নেওয়া, শিক্ষার্থীদের পাঠাগার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং পাঠাগারের সেবাকে আরও সহজলভ্য ও যুগোপযোগী করার জন্য কাজ করা।

CamScanner

(২) শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা ও পাঠচক্রের আয়োজন করা এবং এসব কর্মসূচির পরিকল্পনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া।

(ত) ছয়জন নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য

(১) শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ/সহ-সভাপতির নির্দেশনা অনুসরণ করে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সম্পাদকগণের অবর্তমানে সভাপতির নির্দেশক্রমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকগণ ৫. (চ) থেকে ৫. (ত) পর্যন্ত জকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

৬. পদাধিকারীদের নির্বাচন পদ্ধতি

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে (এক্স অফিসিও) সভাপতি হবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে (এক্স অফিসিও) কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হবেন।

(৩) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্যান্য সকল পদাধিকারী ও নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সরাসরি শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন, যা নির্ধারিত নির্বাচনী বিধিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

(৪) নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক বছর (৩৬৫ দিন) মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন। পরবর্তী নির্বাচন তাদের কার্যকালের শেষ হওয়ার পূর্বে ৪৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। যদি নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে শিক্ষার্থী সংসদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৭. নির্বাহী কমিটি

(ক) নির্বাহী কমিটির গঠন:

নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে:

(১) সভাপতি
(২) কোষাধ্যক্ষ
(৩) সহ-সভাপতি
(৪) সাধারণ সম্পাদক
(৫) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
(৬) ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সম্পাদক
(৭) শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক
(৮) কমন রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক
(৯) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
(১০) সাহিত্য, প্রকাশনা ও সংস্কৃতি সম্পাদক
(১১) অর্থ সম্পাদক
(১২) ক্রীড়া সম্পাদক
(১৩) শিক্ষার্থী পরিবহন সম্পাদক
(১৪) সমাজসেবা সম্পাদক
(১৫) পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক
(১৬) ছয় (৬) জন নির্বাহী সদস্য

(খ) শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে সংবিধির ৭.(ক) (৩) থেকে (১৬) ক্রমিকে উল্লিখিত মোট ১৯ (উনিশ) জন নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য হবেন।

(গ) নির্বাহী কমিটি শিক্ষার্থী সংসদের সকল ধরণের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

(ঘ) নির্বাহী কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার বৈঠক করবে।

(ঙ) নির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

(চ) নির্বাহী কমিটির সভার জন্য কমপক্ষে তিন দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। জরুরি সভার জন্য ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দেওয়া যেতে পারে। জরুরি সভার ক্ষেত্রেও কোরাম প্রযোজ্য হবে।

(ছ) সভাপতির কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত কোনো সভা আহবান করা যাবেনা এবং সভায় আলোচিত বিষয়ে সভাপতির অনুমোদন ছাড়া কোনো নতুন প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

(জ) নির্বাহী কমিটির অন্তত আটজন সদস্যের স্বাক্ষরিত লিখিত অনুরোধ পেলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে সাধারণ সম্পাদক তিন দিনের মধ্যে নির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ প্রদান করতে পারবেন।

CamScanner

(ঝ) শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটিরও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
(ঞ) প্রয়োজন হলে নির্বাহী কমিটি এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে। সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বয়ংক্রিয়ভাবে (এক্স-অফিসিও) সকল উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য হবেন। উপ-কমিটির কার্যক্রম নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৮. পদবণ্টন

(ক) শিক্ষার্থী সংসদের প্রত্যেক নিয়মিত সদস্য সংবিধি অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে, কোনো প্রার্থী একই সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এবং হল সংসদের এক বা একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

নিম্নলিখিত পদসমূহের জন্য নির্বাচন করতে পারবে।

(১) সহ-সভাপতি
(২) সাধারণ সম্পাদক
(৩) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
(৪) ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সম্পাদক
(৫) শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক
(৬) কমন রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক
(৭) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
(৮) সাহিত্য, প্রকাশনা ও সংস্কৃতি সম্পাদক
(৯) অর্থ সম্পাদক
(১০) ক্রীড়া সম্পাদক
(১১) শিক্ষার্থী পরিবহন সম্পাদক
(১২) সমাজসেবা সম্পাদক
(১৩) পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক
(১৪) ছয় (৬) জন নির্বাহী সদস্য

(খ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে লিখিতভাবে এক সদস্য কর্তৃক মনোনীত এবং আরেক সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।
(গ) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে লিখিতভাবে তার সম্মতি প্রদান করতে হবে।
(ঘ) একজন ভোটার যতগুলো পদ শূন্য আছে ততগুলো মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করতে পারবে, তবে প্রত্যেক প্রার্থীকে আলাদা মনোনয়নপত্রে মনোনীত হতে হবে।
(ঙ) সভাপতি নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করবেন।
(চ) সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য থেকে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সর্বোচ্চ চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন।
(ছ) সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে আবাসিক হলের সংখ্যার সমান সংখ্যক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন।
(জ) প্রতিটি আবাসিক হলে ভোটকেন্দ্র থাকবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট হলে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা ভোট প্রদান করতে পারবে। তবে, যথেষ্টসংখ্যক আবাসিক হল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, উপাচার্য/সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে উপযুক্ত স্থানকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করতে পারবেন।
(ঝ) নির্বাচন কমিশন সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ভোটের তারিখ, গণনার তারিখ, সময়, স্থান এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করবেন। নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করবেন।
(ঞ) নির্বাচন কমিশনারগণ সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন।
(ট) বৈধভাবে মনোনীত কোনো প্রার্থী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে লিখিতভাবে স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।
(ঠ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করবেন।
(ড) প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপত্র পর্যালোচনা করে যে কোনো অবৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। বাতিলের কারণ লিখিতভাবে জানানো হবে। বাতিলের বিরুদ্ধে প্রার্থী নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সিডিউল অনুসরণ করে সভাপতির কাছে আপিল করতে পারবেন এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
(ঢ) ভোট গণনার সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার অনুমোদিত সর্বোচ্চ একজন এজেন্ট উপস্থিত থাকতে পারবেন।

CamScanner

(গ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনারগণ ভোট গণনা প্রক্রিয়া তদারকি করবেন। ব্যালট পেপার যাচাই-বাছাই পূর্বক ভোট গণনা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করবেন।
(ঘ) নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে তা ফলাফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে সভাপতির কাছে লিখিত জানাতে হবে, এবং সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
(ঙ) নির্বাচনের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কাছে উপস্থাপিত হবে।

৯. তহবিল

(১) শিক্ষার্থী সংসদের সকল সাধারণ সদস্যের বার্ষিক চাঁদা নির্ধারিত থাকবে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিধি মোতাবেক নির্ধারণ করা হবে।
(২) সংগৃহীত চাঁদা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ জকসুকে বরাদ্দ দেয়া হবে। সংসদের নামে অগ্রণী ব্যাংকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় একটি একাউন্ট থাকবে। যৌথ স্বাক্ষরে একাউন্ট পরিচালনা করা হবে। স্বাক্ষরকারীগণ হবেন: সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সভাপতি। যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষরে লেনদেন হবে, তবে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
(৩) এছাড়া জকসুর প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমোদন নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে ডোনেশন গ্রহণ করতে পারবেন, যা জকসু ফান্ডে জমা হবে। এই ধরণের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
(৪) সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকদের সহযোগিতায় অর্থ সম্পাদক এক বছরের জন্য একটি বাজেট প্রস্তুত করবেন। বাজেট প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণের ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির কাছে উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী কমিটির সভায় বাজেট অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ও কার্যকর করার জন্য সংসদের সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুমোদন লাগবে।
(৫) শিক্ষার্থী সংসদের সাধারণ সম্পাদক একটি সাধারণ হিসাব বই সংরক্ষণ করবেন, যেখানে সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে আর্থিক প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক লিপিবদ্ধ করবেন। প্রাপ্ত অর্থের তারিখ এবং ব্যয়ের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। নির্বাহী কমিটির অনুমোদনে সাধারণ সম্পাদক তার সহায়তায় একজন হিসাবরক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন। হিসাব বই প্রতি মাসে একবার কোষাধ্যক্ষের যাচাইয়ের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।
(৬) উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের নেতৃত্বে উপযুক্ত শিক্ষকগণকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি জকসু আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন পূর্বক নীতিমালা প্রণয়ন করবেন।
(৭) সংশ্লিষ্ট শাখার সম্পাদক ব্যয়ের হিসাব চাহিদা পত্রে লিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত কোষাধ্যক্ষ কোনো বিল অনুমোদন করবেন না। কোনো মতবিরোধ হলে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।
(৮) শিক্ষার্থী সংসদের হিসাব প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিট সেল দ্বারা নিরীক্ষিত হবে। এবং যেকোনো অডিট আপত্তি সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যাগণ দায়বদ্ধ থাকবেন।

১০. প্রকাশনা

(১) নির্বাহী কমিটি একটি প্রকাশনা বোর্ড গঠন করবে, যা সাত সদস্য বিশিষ্ট হবে।
(২) শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান হিসেবে প্রকাশনা বোর্ডের নেতৃত্ব দেবেন।
(৩) সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এক্স-অফিসিও সদস্য হিসেবে প্রকাশনা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
(৪) এছাড়া দুইজন শিক্ষার্থী এবং দুইজন শিক্ষক প্রকাশনা বোর্ডে থাকবেন। শিক্ষার্থী সদস্যদের নির্বাহী কমিটি মনোনীত করবে এবং শিক্ষক সদস্যদের সভাপতি মনোনীত করবেন। অন্তত একজন শিক্ষক বাংলা অথবা ইংরেজি বিভাগের হতে হবে।

১১. শূন্য পদ পূরণ

(১) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক যদি অনধিক তিন মাসের জন্য অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটি যেকোনো একজন সম্পাদক/সদস্যকে তার দায়িত্ব পালনের অনুমতি দিতে পারবেন।
(২) সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদক তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য অনুমোদিত অনুপস্থিত থাকলে পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে শূন্য হবে। নির্বাহী কমিটির অন্য কোনো সম্পাদক/সদস্যকে সভাপতি তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারবেন।

১২. সদস্যপদ বাতিল হওয়া

(১) নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য নির্বাহী কমিটির টানা তিনটি সভায় সভাপতির অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে, তার সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত শূন্য পদ নির্ধারিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

CamScanner

(খসড়া)

(২) কোনো নির্বাহী কমিটির সদস্য যদি পদত্যাগ করেন, মৃত্যুবরণ করেন, বা অপসারিত হন, তাহলে তার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্ধারিত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করা হবে। তবে পদ শূন্য হবার সময় থেকে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সভাপতি নির্বাহী কমিটির অন্য যেকোনো সদস্যকে অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

১৩. অনাস্থা ভোট

(১) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত অন্য যেকোনো নির্বাহী কমিটির সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাধারণ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে।

(২) অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে সাধারণ সদস্যদের কমপক্ষে এক দশমাংশের স্বাক্ষরসহ সাধারণ সভার জন্য আবেদন করতে হবে এবং কমপক্ষে ১০ দিনের নোটিশে সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

(৩) অনাস্থা সভায় সাধারণ সদস্যদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে নির্বাহী কমিটির সদস্যের পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

১৪. সাধারণ সভা আহ্বান

(১) বছরে কমপক্ষে তিনটি সাধারণ সভা আহবান করতে হবে। এজেন্ডাসহ ১০ দিন পূর্বে সাধারণ সভার নোটিশ করতে হবে।

(২) যেকোনো ইস্যুতে সাধারণ সভা ডাকার জন্য সাধারণ সম্পাদক যদি কমপক্ষে এক হাজার সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র পান, তাহলে তিনি ১০ দিনের মধ্যে শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতির অনুমতি নিয়ে সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

(৩) সাধারণ সভায় সদস্যরা নির্বাহী কমিটির সদস্যের কাছে লিখিত/মৌখিক প্রশ্ন করতে পারবেন।

১৫. সংবিধি সংশোধন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের এই সংবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে। সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রথমে সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠন পূর্বক প্রস্তাবনা আকারে নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে। নির্বাহী কমিটি সুপারিশ প্রদান করলে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। উপস্থাপনকৃত সুপারিশ সাধারণ সভায় গৃহীত হলে সেটি সিন্ডিকেটে উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন নিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যের ইতিবাচক মতামতের আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি/ফোরাম থেকে পাশ হয়েছে বলে গন্য হবে।

১৬. কার্যকাল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের কার্যকাল নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণর তারিখ থেকে শুরু হবে।

১৭. সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়

সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা সভাপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

CamScanner

দ্বিতীয় অংশ: হল সংসদের সংবিধি

১. নাম ও উদ্দেশ্য

(১) সংশ্লিষ্ট হলের নাম অনুসারে হল শিক্ষার্থী সংসদের নামকরণ করা হবে।

(২) হল শিক্ষার্থী সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে তাদের মধ্যে চারিত্রিক, বাগ্মিক এবং নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংসদ নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(ক) বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষামূলক বক্তৃতার আয়োজন করা।
(খ) পাঠাগার এবং ইনডোর গেমসের জন্য কমন রুম পরিচালনা করা।
(গ) সাহিত্য কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।
(ঘ) নাটক ও সংগীতানুষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
(ঙ) সদস্যদের দ্বারা সামাজিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংগঠিত করা।
(চ) শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম আয়োজন করা।
(ছ) প্রভোস্ট কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. সাধারণ নিয়মাবলি

(১) হলের প্রভোস্ট পদাধিকার বলে হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হবেন।

(২) সভাপতির কাছে আলোচনার জন্য উত্থাপিত যে কোনো বিষয়ে তিনি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৩) কোনো বক্তা যদি সভায় তার বক্তব্যে আপত্তিকর মন্তব্য করেন, তাহলে সভাপতি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে থামানোর নির্দেশ দিতে পারবেন এবং সেই নির্দেশ অবিলম্বে মেনে চলতে হবে।

(৪) সভার সভাপতি, সভা চলাকালীন যে কোনো সদস্যকে নাম ধরে সতর্ক করা বা তাকে সভা থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাখেন।

(৫) প্রভোস্ট হল সংসদের স্বার্থের সর্বোচ্চ সংরক্ষণে প্রয়োজন হলে যেকোনো নির্বাহী কমিটির সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারবেন, নির্বাহী কমিটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারবেন, নতুন নির্বাচন আহ্বান করতে পারবেন অথবা তার বিবেচনামতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রভোস্ট প্রয়োজন মনে করলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হল সংসদ স্থগিত করতে পারেন।

(৭) কোনো সিদ্ধান্ত একবার নির্বাহী কমিটি বা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে তা তিন মাসের মধ্যে পুনরায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করা যাবে না, যদি না এটি সভাপতির অনুমোদিত হয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরসহ পুনরালোচনার জন্য উত্থাপিত হয়।

(৮) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হলের আবাসিক শিক্ষকগণের মধ্য থেকে একজন কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হবেন।

(৯) হল শিক্ষার্থী সংসদের সংবিধানের নিয়মগুলোর ব্যাখ্যা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা সভাপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট প্রয়োজন মনে করলে, নিজ উদ্যোগে বা কোনো হলের প্রভোস্টের সুপারিশে, এই নিয়মাবলি বা সংবিধির যেকোনো অংশ সংযোজন, পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবেন। এটি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার তারিখ থেকে কার্যকর হবে, অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো তারিখে কার্যকর হবে।

৩. নিয়মিত সদস্যপদ

(১) হল সংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে "শিক্ষার্থী" বলতে তাদের বোঝানো হবে, যারা পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসেবে ১ম বর্ষে ভর্তি হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য অধ্যয়নরত থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট হলে আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে নিবন্ধিত।

(২) কেবলমাত্র ৩(১) বিধির উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন নিয়মিত শিক্ষার্থীরাই ভোটার হতে পারবে।

(৩) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ ডিগ্রি বা কোর্সে অধ্যয়নরত এবং যারা দেশে বা বিদেশে সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত, তারা ভোটার হতে পারবেন না।

CamScanner

(৪) সংবিধির ৩.(১) ধারায় উল্লিখিত শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষার্থী যেমন- প্রফেশনাল কোর্স (MBA, EMBA, M.Ed ইত্যাদি), পেশাদার, এক্সিকিউটিভ, বিশেষ স্নাতকোত্তর কোর্স, এম.ফিল, পিএইচডি, DBA বা সমমানের কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স, ভাষা কোর্স ও অনুরূপ অন্যান্য কোর্সের শিক্ষার্থীরা ভোটার হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বা সংযুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের শিক্ষার্থীরা ভোটার হতে পারবেন না।

(৬) সংবিধির ৩.(১) ও ৩.(২) ধারায় বর্ণিত যোগ্য ভোটারগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪. সদস্যপদ বাতিল

যে সকল শিক্ষার্থীর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে বা যারা নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেছেন, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংসদের সদস্যপদ হারাবেন।

৫. নির্বাহী কমিটি

(ক) হল সংসদের নির্বাহী কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে।

(১) সভাপতি (হলের প্রভোস্ট, এক্স অফিসিও হিসেবে)
(২) কোষাধ্যক্ষ (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন আবাসিক শিক্ষক/হাউজ টিউটর)
(৩) সহ-সভাপতি
(৪) সাধারণ সম্পাদক
(৫) সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(৬) অর্থ সম্পাদক
(৭) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
(৮) সংস্কৃতি সম্পাদক
(৯) পাঠাগার সম্পাদক
(১০) ইনডোর গেমস সম্পাদক
(১১) আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক
(১২) সমাজসেবা সম্পাদক
(১৩) পাঁচজন (৫) নির্বাহী সদস্য

(খ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হল সংসদের সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(গ) কোনো প্রার্থী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ এবং হল সংসদের এক বা একাধিক পদে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

(ঘ) নির্বাচিত কমিটির কার্যকাল

(১) নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি এক বছর (৩৬৫ দিন) মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবে। যদি নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে না হয়, তাহলে বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি সর্বোচ্চ ৬০ দিন বা নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত (যেটি আগে ঘটে) দায়িত্ব পালন করবে। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে হল সংসদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে।

(২) নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্যদের অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। যদি কোনো সদস্য নির্ধারিত সংখ্যক সভায় উপস্থিত না হন, তাহলে তার পদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং সভাপতি নির্বাহী কমিটির পরামর্শে তার পরিবর্তে নতুন সদস্য নিয়োগ করবেন।

(৩) নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায়ই তাদের পদ ধরে রাখতে পারবেন। তবে, কোনো নির্বাহী কমিটির সদস্য যদি পরীক্ষার্থী হন, তাহলে হল প্রভোস্ট তার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব পালন করার অনুমতি দিতে পারেন।

(৪) যে সকল নির্বাহী কমিটির সদস্যের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে এবং দুই মাসের মধ্যে পুনর্বহাল করা হয়নি, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের পদ হারাবেন।

(ঙ) নতুন নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

নির্বাচনের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার পর, সংসদের সভাপতি বিদায়ী নির্বাহী কমিটিকে নতুন নির্বাহী কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের তারিখ নির্ধারণ করে জানিয়ে দেবেন। নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটি যত দ্রুত সম্ভব একটি আনুষ্ঠানিক অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

(চ) সভাপতি

(১) হল প্রভোস্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে (এক্স-অফিসিও) হল সংসদের সভাপতি হবেন এবং সংসদের কার্যক্রমের আওতায় আয়োজিত সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন, যার মধ্যে নির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য উপ-কমিটির সভাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) সভাপতি নিশ্চিত করবেন যে, হল সংসদ নির্ধারিত নিয়ম ও বিধির আলোকে পরিচালিত হচ্ছে।

(৩) জরুরি পরিস্থিতি, অচলাবস্থা বা সংবিধির কার্যকারিতা ব্যাহত হলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) তিনি হল সংবিধির যাবতীয় নিয়মের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং তার ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি যে কোনো নির্বাহী কমিটির সদস্যকে বরখাস্ত করতে পারবেন বা কমিটি বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন আহ্বান করতে পারবেন।

(৬) তিনি শিক্ষার্থী সংসদকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করার ক্ষমতা রাখেন, তবে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচর্যের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

(ছ) কোষাধ্যক্ষ

(১) কোষাধ্যক্ষ হল সংসদের তহবিল ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করবেন।

(২) তিনি সকল ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করবেন এবং কোনো ব্যয় অনুমোদিত বাজেটের বাইরে যাতে না হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত করবেন।

(৩) তিনি নিশ্চিত করবেন যে, হল সংসদের তহবিলের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

(৪) সভাপতির অবর্তমানে তিনি হল সংসদের সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন।

(জ) সহ-সভাপতি

(১) সহ-সভাপতি হল সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং হল প্রভোস্টের তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন। তিনি হল সংসদের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) ইনডোর গেমস সম্পাদক এবং আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য বিভাগীয় সম্পাদকগণ তাদের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহ-সভাপতির মাধ্যমে পাঠাবেন।

(৩) দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর, সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের সহায়তায় সংসদের কার্যক্রমের একটি প্রতিবেদন এবং আর্থিক হিসাব প্রস্তুত করবেন, যা নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

(৪) জরুরি তহবিল থেকে সহ-সভাপতি নিজ সিদ্ধান্তে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। ৩০০০ টাকার বেশি ব্যয় করতে হলে কোষাধ্যক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হবে এবং উপাচার্যের সম্মতি সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হবে।

(৫) সহ-সভাপতি সংসদের কোনো সম্পত্তির ক্ষতি বা নষ্ট হওয়া কিংবা কোনো সদস্য কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা নির্বাহী কমিটির কাছে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে পারবেন। নির্বাহী কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঝ) সাধারণ সম্পাদক

(১) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির নির্দেশক্রমে সভা আহবান করবেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটি ও হল সংসদের সকল সভার কার্যবিবরণী লিখবেন এবং তা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করবেন।

(২) তিনি হল সংসদের সকল চিঠিপত্র আদান-প্রদান ও যোগাযোগ পরিচালনা করবেন।

(৩) সংসদের সম্পত্তির রেকর্ড সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) এছাড়া অন্যান্য সম্পাদক ও নির্বাহী সদস্যদের কাজের সমন্বয়ে সহ-সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।

(ঞ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক

(১) সহকারী সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তার সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) সভাপতি বা নির্বাহী কমিটির নির্দেশে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করবেন।

(ট) অর্থ সম্পাদক

(১) হল সংসদের কোষাধ্যক্ষকে অর্থ সংক্রান্ত হিসাব নিকাশে সহযোগিতা করা ও অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।

(২) বার্ষিক বাজেট তৈরিতে কাজ করবেন এবং তা বাস্তবায়ন তদারকি করবেন।

CamScanner

(ঝ) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

(১) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক হল সংসদের ম্যাগাজিন প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবেন।

(২) তিনি সাহিত্য সভা, বিতর্ক, বক্তৃতা ও আলোচনা সভা আয়োজন করবেন এবং সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(৩) ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) সংস্কৃতি সম্পাদক

(১) সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি সেশনে এক বা একাধিকবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।

(চ) পাঠাগার সম্পাদক

(১) পাঠাগার সম্পাদক হল সংসদের মালিকানাধীন বই ও পত্র-পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন।

(২) দৈনিক গ্রহণ করা সংবাদপত্র ও সাময়িকীর তালিকা প্রকাশ করবেন এবং বই ও পুরনো পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

(৩) পাঠাগার কক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ণ) ইনডোর গেমস সম্পাদক

(১) ইনডোর গেমস সম্পাদক হল সংসদের ইনডোর গেমস আয়োজনের দায়িত্ব পালন করবেন।

(২) ইনডোর গেমস রুমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন এবং ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(ত) আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক

(১) আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক হল সংসদের ক্রীড়া কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।

(২) নিয়মিত ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার বাজেট তৈরি করে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(থ) সমাজসেবা সম্পাদক

(১)সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাহী কমিটি বা সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সমাজসেবা কার্যক্রম সংগঠিত করবেন।

(২) তিনি হলে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় কার্যক্রম এবং হলে পরিচালিত রাতের বিদ্যায়তনিক (যদি থাকে) দায়িত্ব পালন করবেন।

(দ) পাঁচ (৫) জন নির্বাহী সদস্য

(১) হল সংসদের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে এই সদস্যগণের কাজ।

(২) সভাপতি/সহ-সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

৬. হল সংসদ তহবিল

(১) হল সংসদের চাঁদা যা হল প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

(২) এছাড়া নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমতি নিয়ে ডোনেশন সংগ্রহ করা যাবে। যা হল সংসদের তহবিলে জমা হবে।

(৩) হল সংসদের সভাপতি (হল প্রোভোস্ট), কোষাধ্যক্ষ (হাউজ টিউটর) ও হল সংসদের সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে হল সংসদের তহবিল পরিচালনা করা হবে।

৭. সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার

(১) সংসদের যেকোনো সদস্য নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্যের কাছে তাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত প্রশ্ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিনদিন আগে লিখিত প্রশ্ন করতে হবে। এছাড়া সদস্যগণ সভায় মৌখিক প্রশ্ন করতে পারেন।

(২) লিখিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কমিটির সদস্য পরবর্তী সংসদীয় সভায় উত্তর প্রদান করবেন এবং তা আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

(৩) প্রশ্নপত্র সভাপতির মাধ্যমে জমা দিতে হবে এবং সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

CamScanner

৮. অনুপস্থিতির কারণে পদত্যাগ বলে গণ্য হওয়া

(১) যদি কোনো নির্বাচিত অফিস নির্বাহী কমিটির সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটি, শরৎকালীন ছুটি ও শীতকালীন ছুটির বাইরে এক নাগাড়ে দশ সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদত্যাগ করেছে বলে গণ্য করা হবে এবং তার পরিবর্তে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবে।

(২) কোনো অফিস নির্বাহী কমিটির সদস্য ছয় মাসের কম সময় দায়িত্ব পালন করলে তাকে নির্বাচিত সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

(৩) যদি কোনো নির্বাহী কমিটির সদস্য দুই মাসের বেশি সময় অনুপস্থিত থাকেন, তবে নির্বাহী কমিটি অন্য কোনো নির্বাচিত সদস্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে পারবে।

৯. অনাস্থা ভোট

(১) দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত যেকোনো নির্বাহী কমিটির নির্বাচিত সদস্য বা পুরো নির্বাহী কমিটির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে।

(২) অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে হল সংসদের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশ থাকতে হবে।

(৩) কোনো অনাস্থা সভা বৈধ বলে গণ্য হবে না, যদি না হল সংসদের অন্তত অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকেন।

(৪) অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হতে হলে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হবে।

(৫) অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

(৬) অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য অন্তত সাত দিন আগে নোটিশ দিতে হবে।

১০. হল ম্যাগাজিন

হল ম্যাগাজিন প্রকাশনার জন্য সভাপতি সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদককে সচিব করে একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করবেন। বোর্ডের সদস্যরা হবেন।

(১) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক (হাউজ টিউটর)

(২) একজন সম্পাদক (শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে)

(৩) একজন যুগ্ম সম্পাদক (শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে)

(৪) সভাপতি এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান এবং সাহিত্য সম্পাদক এক্স-অফিসিও সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. সভাসমূহ

(১) হল সংসদের দুই ধরনের সভা থাকবে;

(ক) সার্বজনিন সভা (যার মধ্যে বিতর্ক, বক্তৃতা, আলোচনা ও পত্রপাঠ অন্তর্ভুক্ত থাকবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে)

(খ) সাধারণ সভা (যা শুধুমাত্র সংসদের সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে)

(২) বিতর্ক সভা প্রতি ১৫ দিনে একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) বিতর্কের বিষয় অন্তত দুই দিন আগে ঘোষণা করতে হবে এবং এতে সভাপতির অনুমোদন থাকতে হবে।

(৪) সাধারণত সভাপতিই সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে কোষাধ্যক্ষ, আর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকলে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভার সভাপতিকে "চেয়ারম্যান" বলে সম্বোধন করতে হবে।

(৫) প্রতিটি আনুষ্ঠানিক সভার প্রথম কাজ হবে আগের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা। অনুমোদিত কার্যবিবরণী সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

(৬) সাধারণ সভার জন্য ২০০ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গণ্য হবে এবং সভার জন্য দুই দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। কোরাম সংকটের কারণে সভা করা সম্ভব না হলে পুনর্নির্ধারিত সভার জন্য কোরাম প্রয়োজন হবে না।

(৭) সার্বজনীন সভার জন্য কোরামের বাধ্যবাধকতা নাই।

১২. সংশোধনী

(১) যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশোধনী উত্থাপনের পর, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল সদস্য কথা বলতে পারবেন, এমনকি পূর্বে মূল প্রস্তাবের ওপর কথা বললেও। সংশোধনী নিয়ে আলোচনা শেষ হলে মূল প্রস্তাবকারী উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবেন। তারপর চেয়ারম্যান মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী পড়ে শুনিয়ে প্রশ্ন করবেন "প্রস্তাব সংশোধিত হবে কি না?"

CamScanner

(২)যদি সংশোধনীর বিপক্ষে ভোট বেশি হয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং মূল প্রস্তাবের ওপর আলোচনা চলবে। যদি সংশোধনী পাশ হয়, তাহলে সংশোধিত প্রস্তাবই আলোচনার বিষয় হবে।

(৩) অনুপস্থিত সদস্যের নামে থাকা কোনো প্রস্তাব তার অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো সদস্য উত্থাপন করতে পারবেন, তবে এর জন্য চেয়ারম্যানের অনুমতি লাগবে।

(৪) কোনো প্রস্তাব বা সংশোধনী ভোটের জন্য উত্থাপন করলে, চেয়ারম্যান প্রথমে হাত তুলে সদস্যদের মতামত যাচাই করবেন এবং ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৩. চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষের ভোটাধিকার

(১) চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সদস্যদের মতোই ভোট দিতে পারবেন।

(২) যদি ভোটের ফলাফল সমান হয়, তাহলে চেয়ারম্যানের ভোট নির্ণায়ক (কাস্টিং ভোট) হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৪. নির্বাচনী বিধিমালা

(১) হল সংসদের নিয়মিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদগুলোর জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন:

(ক) সহ-সভাপতি
(খ) সাধারণ সম্পাদক
(গ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) অর্থ সম্পাদক
(ঙ) সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
(চ) সংস্কৃতি সম্পাদক
(ছ) পাঠাগার সম্পাদক
(জ) ইনডোর গেমস সম্পাদক
(ঝ) আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক
(ঞ) সমাজসেবা সম্পাদক
(ট) নির্বাহী কমিটির পাঁচ (৫) জন সদস্য

তবে, কোনো প্রার্থী একাধিক পদে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

(২) নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীকে লিখিতভাবে একজন সদস্য মনোনীত করবেন এবং আরেকজন সদস্য সমর্থন করবেন।

(৩) প্রতিজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় লিখিতভাবে তার সম্মতি প্রদান করবেন।

(৪) প্রতিজন প্রার্থীকে আলাদা মনোনয়নপত্রে মনোনীত হতে হবে।

(৫) সভাপতি নির্বাচনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন এবং হলের হাউস টিউটর বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্য থেকে একজন নির্বাচন কমিশনার (রিটার্নিং অফিসার) নিয়োগ করবেন।

(৬) মনোনয়নপত্র নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনারের কাছে জমা দিতে হবে।

(৭) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে কোনো প্রার্থী লিখিত ও স্বাক্ষরিত আবেদন জমা দিয়ে তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(৮) নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করে তা যথাযথভাবে ঘোষণা করবেন।

(৯) নির্বাচন কমিশনার মনোনয়নপত্র পর্যালোচনা করে আপত্তি শুনবেন এবং নিয়মের পরিপন্থী হলে কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। বাতিলের কারণ লিখিতভাবে জানানো হবে।

(১০) বাতিলের বিরুদ্ধে এক দিনের মধ্যে সভাপতির কাছে আপিল করা যাবে। সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(১১) ব্যালট পেপার যাচাইয়ের সময় প্রার্থীরা স্বশরীরে অথবা অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(১২) কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন কমিশনার ভোটারদের ব্যালট পেপার দেখাতে পারবেন না।

(১৩) নির্বাচন কমিশনার ব্যালট পেপার যাচাই ও গণনা পর ফলাফল সভাপতির কাছে জমা দেবেন।

(১৪) সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

(১৫) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে কেউ আপত্তি জানালে, তা সভাপতির কাছে জমা দিতে হবে।

(১৬) সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না।

১৫. বার্ষিক বাজেট

(১) নির্বাহী কমিটি ব্যয়ের জন্য একটি বাজেট প্রস্তুত করবে এবং তা অভিষেক অনুষ্ঠানের ১৪ দিনের মধ্যে হল সংসদের কাছে উপস্থাপন করবে।

(২) বাজেট সভার অন্তত দুই দিন আগে বাজেটের খসড়া নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

CamScanner

(৩) সংসদের সদস্যরা বাজেট সভায় বাজেট সংশোধনের জন্য প্রস্তাব দিতে পারবেন। সভাপতি এই প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করবেন এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করতে পারেন।
(৪) সভাপতি কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট হল সংসদের জন্য নির্ধারিত সেশনের চূড়ান্ত বাজেট হিসেবে গণ্য হবে।
(৫) কোনো ব্যতিক্রমী ব্যয়, যেমন- হলের কোনো দলকে ঢাকা শহরের বাইরে খেলতে পাঠানো, ঢাকায় আসা কোনো দলের আপ্যায়ন। এমনকি বাজেটে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, শুধুমাত্র সভাপতির বিশেষ অনুমোদন ছাড়া এই ব্যয় করা যাবে না।

১৬. ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও ব্যবহার

(১) প্রতি সেশনের শুরুতে ইনডোর গেমস সম্পাদক ও আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদক এক তালিকা প্রস্তুত করবেন, যেখানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নাম থাকবে।
(২) কোষাধ্যক্ষ নিশ্চিত করবেন যে, বাজেটে এসব সামগ্রীর জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।
(৩) সভাপতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দরপত্র আহ্বান করবেন এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সর্বোত্তম দরপত্র অনুমোদন করবেন।
(৪) সমস্ত ক্রয়কৃত সামগ্রী হল সংসদের সিলমোহর দ্বারা চিহ্নিত থাকবে এবং প্রভোস্টের কার্যালয়ে জমা থাকবে।
(৫) প্রভোস্ট ইনভেন্টরি (স্টক) বই পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে ইনডোর গেমস সম্পাদক ও আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদককে সামগ্রী হস্তান্তর করবেন।
(৬) ক্রীড়া বিভাগের তহবিল থেকে রিফ্রেশমেন্ট বাবদ ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।
(৭) হল সংসদের ক্রীড়া বিভাগের যেকোনো সামগ্রী ব্যবহারের পর, তা ইনডোর গেমস সম্পাদক ও আউটডোর গেমস ও ক্রীড়া সম্পাদকের কাছে ফেরত দিতে হবে।

১৭. দলনেতা নির্বাচনের পদ্ধতি

(১) প্রতিটি দলের ক্যাপ্টেন হলের ম্যাচ (প্রতিযোগিতা, প্রীতি ও অনুশীলন) অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের একটি তালিকা সংরক্ষণ করবেন।
(২) মৌসুম শেষে, তিনি সভাপতির কাছে খেলোয়াড়দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জমা দেবেন এবং প্রতিযোগিতা ও প্রীতি ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়দের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।
(৩) পরবর্তী মৌসুমের ক্যাপ্টেন নির্বাচন করবেন শুধুমাত্র সেই খেলোয়াড়রা, যারা প্রতিযোগিতা ও প্রীতি ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন বা অনুশীলন ম্যাচের অন্তত ৫০% খেলেছেন।
(৪) যদি কোনো দলের ক্যাপ্টেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই তালিকা জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে সভাপতি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর একটি তালিকা প্রকাশ করবেন, যেখানে নির্বাচনে ভোটদানের যোগ্য খেলোয়াড়দের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৮. নিরীক্ষা কমিটি

(১) বিশ্ববিদ্যালয় অডিট সেল প্রতি বছর হল সংসদের হিসাব নিরীক্ষা করবেন। অডিট আপত্তি আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দায়িত্ব নিতে হবে।
(২) নিরীক্ষা কমিটি হল সংসদের সকল হিসাব পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।
(৩) এই প্রতিবেদন সভাপতি বরাবর জমা দেওয়া হবে, যিনি এটি নির্বাহী কমিটির সামনে উপস্থাপন করবেন।
(৪) নির্বাহী কমিটির মতামত যাচাই করার পর, সভাপতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯. সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয়

সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা সভাপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

CamScanner